নজরুলের ১১১ তম জন্ম-জয়ন্তী(২০১০ খৃঃ) ।

গাহি সাম্যের গান– মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান্ !

যথার্থ, মহৎ কবি শিল্পী কখনো কেবলমাত্র তার নিজস্ব ঐতিহ্য, সমাজ, সম্প্রদায়, জাতি, ধর্ম ও দেশকালের মধ্যে আবদ্ধ থাকতে পারে না। তিনি নিয়ত তার পরিচিত গন্ডিকে অতিক্রম করে যান। মহৎ কবির এ লক্ষণ সম্পর্কে নজরুল যে কতটা সচেতন ছিলেন ☞ ১৯২৯ সালের ১৫ই ডিসেম্বর কলকাতা আলবার্ট হলে বাঙালী জাতির পক্ষ থেকে নজরুলকে দেয়া জাতীয় সংবর্ধনা সভায় প্রদত্ত মানপত্রের জবাবে কবি বলেছিলেন, "*বিংশ শতাব্দীর অসম্ভবের সম্ভাবনার যুগে আমি জন্মগ্রহণ করেছি। এর অভিযান সেনা দলের তূর্যবাদকের একজন আমি ; এই হোক আমার সবচেয়ে বড় পরিচয়। আমি এই দেশে সমাজে জন্মেছি বলেই শুধু এই দেশেরই এই সমাজেরই নই। আমি সকল দেশের সকল মানুষের। সুন্দরের ধ্যান, তার স্তবগানই আমার উপাসনা, আমার ধর্ম। যে কুলে যে সমাজে যে ধর্মে যে দেশেই জন্মগ্রহণ করি, সে আমার দৈব। আমি তাকে ছাড়িয়ে উঠতে পেরেছি বলেই আমি কবি*"। নজরুলের কবি মানস ও কবিসত্তা এই মহৎ চেতনায় অভিষিক্ত ছিল বলেই নজরুল সচেতনভাবে অমন উচ্চারণ করতে পেরেছিলেন। কবি নিজের কুল, ধর্ম, দেশকে ছাড়িয়ে যেতে পেরেছিলেন বলেই নিজেকে বিশ্বের কবি মনে করতে পেরেছিলেন।

If the world increasingly countenances *(this idea)* the question that the world is going to give the honour of world poet, Nazrul deserve that the honour, because Nazrul had been verse destitute social undertone in his write to be liberalized all of aspects all people in the world.
This is why; this is our aim to spread up to the activities of Nazrul philosophy.

ধরণীতে সচেতন মানুষদের যদি কখনো এই প্রশ্নটার সন্মুখীন হতে হয় যে, পৃথিবী বিখ্যাত কবির মর্যাদা কাকে দেওয়া যেতে পারে, নিঃসন্দেহে এই মর্যাদা কাজী নজরুল ইসলামের প্রাপ্য, কারণ নজরুল তাঁর লেখনী এবং কর্মের মাধ্যমে সমস্ত পৃথিবীর মানুষের সঠিক মুক্তির বাণীই লিখে গিয়েছেন।
অতএব, নজরুলের লেখার দর্শনকে প্রচার করাই আমাদের লক্ষ্য।

http://kazi.nazrul.islam.free.fr ; khorshedalam@hotmail.fr
খোরশেদ আলম পাটোয়ারী ; মুঠোআলাপ ✆ ০০ ৩৩ ৬ ১৩ ৬২ ২৮ ৭৫।